তারিখ: ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশে আজ প্রথমবারের মতো নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ এর অধীনে জনি হত্যা মামলায় ঐতিহাসিক রায় - অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ

আজ দুপুর ২টায় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জনাব কে এম ইমরুল কায়েসের আদালত **জনি হত্যা মামলায়** 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩' এর অধীনে প্রথম ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। আইনটি কার্যকর হওয়ার সাত বছর পর এই প্রথম রায় প্রদান করা হয়। রায়ে পুলিশ কর্মকর্তা তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ২ জন পুলিশ সোর্স এর সাত বছর কারাদন্ড ও আসামীদের (তিনজন পুলিশ কর্মকর্তা) প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

৭ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে মোহাম্মদ ইমতিয়াজ হোসেন রকি, তার ভাই জনির মৃত্যুর জন্য শাস্তি দাবী করে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ এর অধীনে ঢাকার পল্লবী থানার ৩ জন পুলিশ পুলিশ কর্মকর্তা এস আই জাহিদুর রহমান জাহিদ, এ এস আই রাশেদুল হাসান ও এ এস আই মোঃ কামরুজ্জামান মিন্টু ও আরও ২ জন পুলিশ সোর্স সুমন এবং রাসেল এর নামে মামলা দায়ের করেন। উল্লেখ্য যে রকির ভাই ইশতিয়াক হোসেন জনি (২৯) একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হতে গ্রেফতারের পর পুলিশ হেফাজতে তার মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রপক্ষে ২৪ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন । আসামীপক্ষে কোন সাক্ষী ছিল না। অতঃপর দীর্ঘ ছয় বছর পর ২৪ আগস্ট, ২০২০ এই মামলার শুনানী সমাপ্ত হয়।

মহানগর দায়রা জজ আদালতের এই রায় সম্পর্কে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং ব্লাস্টের মূখ্য আইন উপদেষ্টা বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক বলেন, **"আমরা আশা করি এই রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে হেফাজতে মৃত্যু আর হবে না এবং নিশ্চয়ই জনগণ এই রায়ে সন্তুষ্ট হবেন।"**

হাইকোর্ট বিভাগে বাদী পক্ষে উক্ত মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী এডভোকেট বদিউজ্জামান তপাদার বলেন, **"এই রায় একটি যুগান্তকারী রায়। এই রায়ের ফলে আইন-শৃংখলা বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনায় সাধারণ জনগণ কর্তৃক আদালতে প্রতিকার চাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি। তবে বিদ্যমান আইনটি সংশোধন করে শাস্তির মেয়াদ আরো বাড়ানো প্রয়োজন।"**

তাকবীর হুদা, গবেষনা বিশেষজ্ঞ, ব্লাস্ট বলেন, **"এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা যা কেবলমাত্র 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩' এর অধীনে প্রথম মামলা নয়, বরং প্রথম মামলা যেখানে জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী সনদের অধীনে রাষ্ট্র সফলভাবে নির্যাতনকারীদের বিচারের আওতায় আনে এবং শাস্তি প্রদান করে। আমরা আশা করি যে এই মামলার রায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যুবরণকারীদের পরিবারকে আইনের অধীনে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার সাহস দেবে। যদিও আইনে ক্ষতিপূরণের অংক মাত্র ২ লাখে সীমিত হওয়ার ব্যাপারটি লজ্জাজনকভাবে কম, তবে এটিকে আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।"**

পটভূমিঃ

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ ইং তারিখ দিবাগত রাত ২ ঘটিকায় সুমন নামের এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত নারী অতিথিদের বিরক্ত করছিলেন। তার উক্ত কাজে প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত সুমন ও রাসেল পুলিশ নিয়ে এসে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ভিকটিম জনি ও তার ভাই রকিকে পল্লবী থানায় ধরে নিয়ে যায়। পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন তাদের উপর করা অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের কারণে ভিকটিম জনি মারা যায়। ভিকটিমের মা থানায় মামলা করতে গেলে থানা তাদের মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে প্রকৃত ঘটনা চাপা দেয়ার জন্য অভিযুক্ত এস.আই. শোভন কুমার সাহা বাদী হয়ে দণ্ডবিধির ১৮৮/৩২৩/৩০২/৩৪ ধারার অধীনে পল্লবী থানায় মামলা নং

১৬ তাং ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ দায়ের করেন এবং তা এজাহারভুক্ত করেন অপর অভিযুক্ত পল্লবী থানার অফিসার ইনচার্জ জিয়াউর রহমান। ভিকটিমের ভাই ইমতিয়াজ হোসেন রকি পুলিশ হেফাজত থেকে মুক্তি লাভের পর নিজেই বাদী হয়ে "নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩" এর ১৫(১), (২), (৩) ও (৪) ধারার অধীনে বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকায় মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ৬১৭১/১৪ দায়ের করেন।

ঢাকা মহানগর দায়রা আদালতে বিচার কার্যক্রম চলমান অবস্থায় এই মামলার (মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ৬১৭১/১৪) আসামী এ.এস.আই রাশেদুল হাসান ও এ.এস.আই মোঃ কামরুজ্জামান মিন্টু তাদের বিরুদ্ধে আনীত আইনী কার্যধারা অবৈধ ঘোষণায় উক্ত মামলার বিচারিক কার্যক্রম বাতিলের আদেশ চেয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১ক ধারার অধীনে হাইকোর্টে ক্রিমিনাল মিস মামলা নং ১৩৬৭৮/১৮ দায়ের করেন। উক্ত মামলার শুনানী অন্তে মহামান্য হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ রুল ইস্যু করেন এবং ০৬ মাসের জন্য মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ৬১৭১/১৪ এর পরবর্তী কার্যক্রমের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে উক্ত স্থগিতাদেশ বাতিলের জন্য আইনী সহায়তা চেয়ে ভিকটিম ইশতিয়াক হোসেন জনির ছোট ভাই মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন রকি ব্লাস্টের নিকট আবেদন করেন।

চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ গত ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ রায় দেন। রায়ে ছয় মাসের মধ্যে নিম্ন আদালতে মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মামলার কার্যক্রমের ওপর দেওয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। এর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয় গত ৯ মে, ২০১৯। হাইকোর্টে ব্লাস্টের প্যানেল আইনজীবী বদিউজ্জামান তপাদার, ব্লাস্টের আইন উপদেষ্টা, এস. এম. রেজাউল করিম এবং স্টাফ ল-ইয়ার এডভোকেট আয়েশা আক্তার মামলায় শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ সম্বলিত হাইকোর্টের রায়ের কপি ঢাকার আদালতে পাঠাতে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের সময় লাগে প্রায় সাড়ে চার মাস। ব্লাস্টের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ রায়টি ঢাকার আদালতে পাঠায়।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

এস. এম. রেজাউল করিম
আইন উপদেষ্টা, ব্লাস্ট
মোবাইল: ০১৭৫৮৭৫৬৪১২
ইমেইল: rezaul@blast.org.bd

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd